রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুলাই ১৯, ২০১০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৯শে জুলাই, ২০১০/৪ঠা শ্রাবণ, ১৪১৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৯শে জুলাই, ২০১০ (৪ঠা শ্রাবণ, ১৪১৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধরণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১০ সনের ৩৮ নং আইন

এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১ নম্বর আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন এসিড নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০০২ সনের ১ নং আইনের ধারা ৪ এর প্রতিস্থাপন।—এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"**৪। জাতীয় এসিড নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জাতীয় এসিড নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল নামের একটি কাউন্সিল থাকিবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(২) কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(১) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(২) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি ইহার কো-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(৩) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা সংসদ সদস্য;

(৪) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(৫) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়;

(৬) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়;

(৭) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(৮) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(৯) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(১০) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(১১) মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ;

(১২) সরকার কর্তৃক মনোনীত ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধি হিসাবে একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী;

(১৩) সরকার কর্তৃক মনোনীত জাতীয় প্রেস ক্লাব এর প্রতিনিধি হিসাবে একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক;

(১৪) সরকার কর্তৃক মনোনীত ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত একজন প্রতিনিধি;

(১৫) চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা;

(১৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত রসায়ন, ফলিত রসায়ন, প্রাণ রসায়ন বা ফার্মেসী বিভাগের একজন অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক;

(১৭) সরকার কর্তৃক মনোনীত বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদে কর্মরত একজন গবেষক বিজ্ঞানী;

(১৮) সরকার কর্তৃক মনোনীত বিশেষজ্ঞ হিসেবে সরকারী মেডিক্যাল কলেজের বার্ণ ইউনিটের একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক;

(১৯) সভানেত্রী, মহিলা পরিষদ;

(২০) সভানেত্রী, মহিলা সমিতি;

(২১) বাংলাদেশ অ্যাটর্নি জেনারেল কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা আইনজীবী;

(২২) জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত বেসরকারী সংস্থা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন প্রতিনিধি, যাহার মধ্যে একজন মহিলা হইবেন।

(২৩) বাংলাদেশ তাতী সমিতির সভাপতি;

(২৪) বাংলাদেশ এসিড মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি;

(২৫) বাংলাদেশ জুয়েলারী সমিতির সভাপতি।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কাউন্সিলের মনোনীত কোন সদস্য তাঁহার মনোনয়নের তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় তাঁহার মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) সরকার, প্রয়োজনবোধে, যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তিকে কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৫) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে কোন মনোনীত সদস্য স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।"

৩। **২০০২ সনের ১ নং আইনের ধারা ৭ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"৭। **জেলা কমিটি।**—(১) জাতীয় এসিড নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিলের জেলা কমিটি নামে প্রতিটি জেলায় একটি করিয়া কমিটি থাকিবে।

(২) সরকার কর্তৃক মনোনীত উক্ত জেলার একজন সংসদ সদস্য সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

(৩) জেলা কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) ডেপুটি কমিশনার, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) পুলিশ সুপার;

(গ) সিভিল সার্জন;

(ঘ) জেলা সদর পৌরসভার নির্বাচিত মেয়র, বা ক্ষেত্রমত, সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কাউন্সিলর;

(ঙ) সরকার কর্তৃক মনোনীত উপজেলা পরিষদসমূহের একজন মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান;

(চ) এসিড বিষয়ক স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর/পাবলিক প্রসিকিউটর;

(ছ) জেলা সমাজ সেবক কর্মকর্তা;

(জ) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;

(ঝ) পুলিশ সুপার কর্তৃক মনোনীত সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন পুলিশ কর্মকর্তা, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(ঞ) সভানেত্রী, জেলা মহিলা সংস্থা;

(ট) ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক মনোনীত তাতী, জুয়েলারী এবং অন্যান্য এসিড ব্যবহারকারীদের মধ্য হইতে দুইজন প্রতিনিধি;

(ঠ) ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক মনোনীত জেলা প্রেসক্লাবের প্রতিনিধি হিসাবে একজন বিশিষ্ট সংবাদিক;

(ড) ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক মনোনীত জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধি হিসাবে একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী;

(ঢ) ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক মনোনীত উক্ত জেলায় কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ বেসরকারী সংস্থাসমূহের দুইজন প্রতিনিধি, যার মধ্যে একজন অবশ্যই মহিলা হইবেন।

(৪) উপ-ধারা ৩ এ উল্লিখিত মনোনীত কোন সদস্য মনোনয়নের তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ডেপুটি কমিশনার যে কোন সময় তাঁহার মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন।

(৫) ডেপুটি কমিশনার, প্রয়োজনবোধে, যে কোন সময় যে কোন ব্যক্তিকে জেলা কমিটির সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবেন।

(৬) ডেপুটি কমিশনারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে মনোনীত কোন সদস্য স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।"

৪। **২০০২ সনের ১নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৪) ও (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৪) সরকার তহবিল পরিচালনা করিবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে তহবিল রক্ষণ ও উহার অর্থ ব্যয় করা হইবে।"।

৫। **২০০২ সনের ১নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "কাউন্সিল" শব্দটির পরিবর্তে "সরকার" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **২০০২ সনের ১নং আইনের ধারা ৪০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর "অনূর্ধ্ব পাঁচ বৎসরের" শব্দগুলির পরিবর্তে "অনূর্ধ্ব সাত বৎসর ও অন্যূন দুই বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **হেফাজত সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।**—(১) এসিড নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ৪১ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে উক্ত অধ্যাদেশের কার্যকরতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোন কাজকর্ম কৃত বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়াও গণ্য হইবে।"

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd